শিকার
শাওনা শান্তমা

দৃষ্টব্যঃ

মাংগাটি বাস্তব পরিস্থিতি অবলম্বনে লেখা একটি ফিকশনাল গল্প। নাটকীয়তার স্বার্থে অতিসাজ্য করা হয়েছে এবং সেটিং এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর সাথে বাস্তবতার মিল নেই। কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা প্রতিষ্ঠানের সাথে মিল থাকলে তা নিতান্ত কাকতালীয়, এতে কেউ দায়ী নয়।
এ মাংগাটি অত্যন্ত দূর্বলচিত্তের মানুষ পড়া থেকে বিরত থাকবেন। এই গল্পে খারাপ কে খারাপ করেই দেখানো হয়েছে তাই এর কোন অংশ অনুকরণ না করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধূমপান ও মদ্যপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

হ্যা বাবা সন্ধি, তুমি তো বরাবরই ভালো। কি আর বলব বলো, সবই আমাদের কপাল!
যাক গিয়ে, অর্পণার রেজাল্ট কি এসেছে? ওহ অর্পণাও জি.পি.এ ফাইভ পেয়েছে! গোল্ডেন তো আসে নাই না, থাক ফাইভ তো পেয়েছে। জানো না সন্ধি, সবাইই ভালো করেছে। আমার ছেলে নিশীথটাই শুধু শুধরালো না।
৪.৯৩ কোনো রেজাল্ট হলো!! মানে!! পড়ে না , পড়ে না!! তাহলে জীবনেও এমন হতো না। ওহ আচ্ছা রাখি। হ্যা, হ্যা দোয়া তো রইলই।

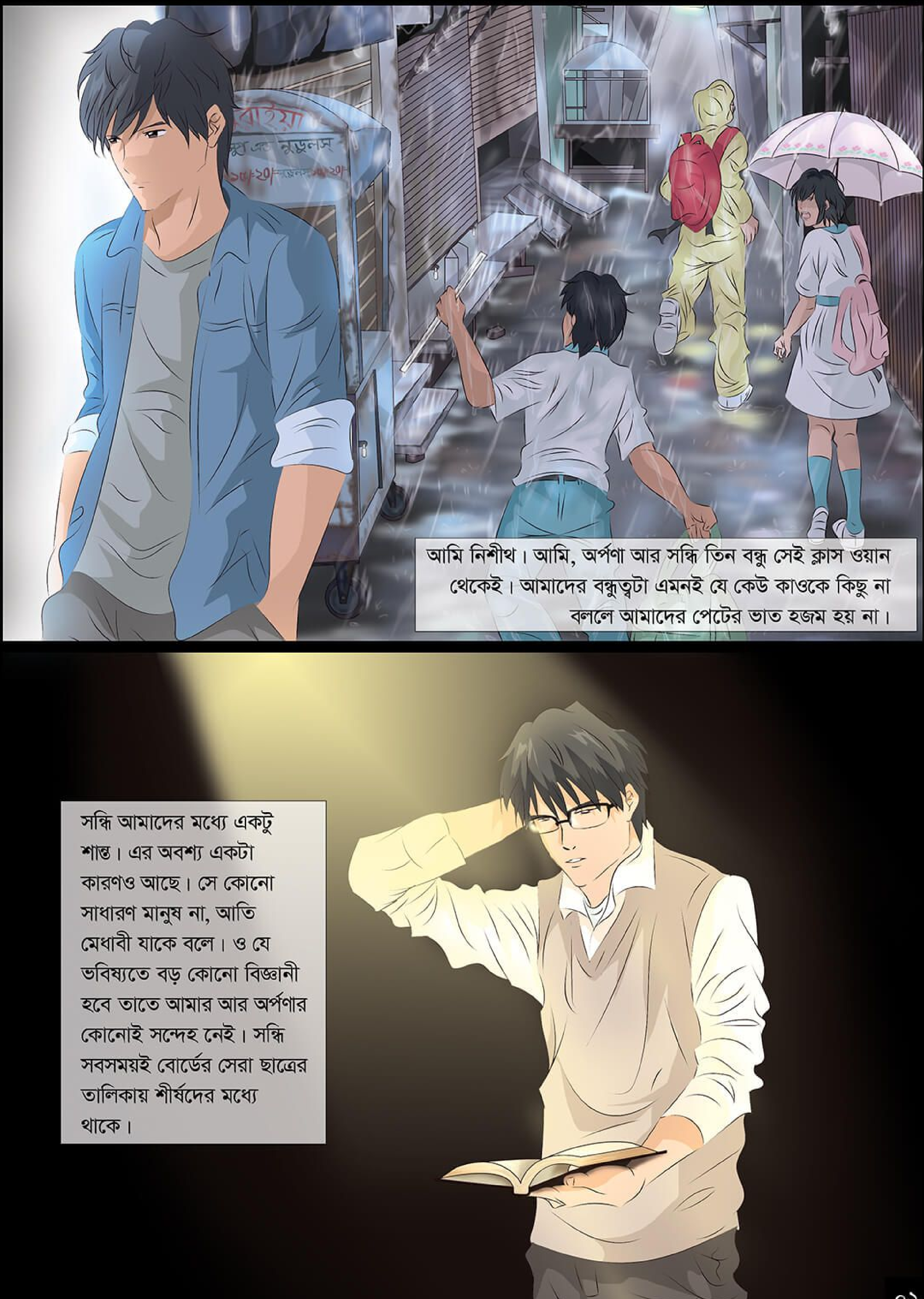
আমি নিশীথ। আমি, অর্পণা আর সন্ধি তিন বন্ধু সেই ক্লাস ওয়ান থেকেই। আমাদের বন্ধুত্বটা এমনই যে কেউ কাওকে কিছু না বললে আমাদের পেটের ভাত হজম হয় না।
সন্ধি আমাদের মধ্যে একটু শান্ত। এর অবশ্য একটা কারণও আছে। সে কোনো সাধারণ মানুষ না, আতি মেধাবী যাকে বলে। ও যে ভবিষ্যতে বড় কোনো বিজ্ঞানী হবে তাতে আমার আর অর্পণার কোনোই সন্দেহ নেই। সন্ধি সবসময়ই বোর্ডের সেরা ছাত্রের তালিকায় শীর্ষদের মধ্যে থাকে।

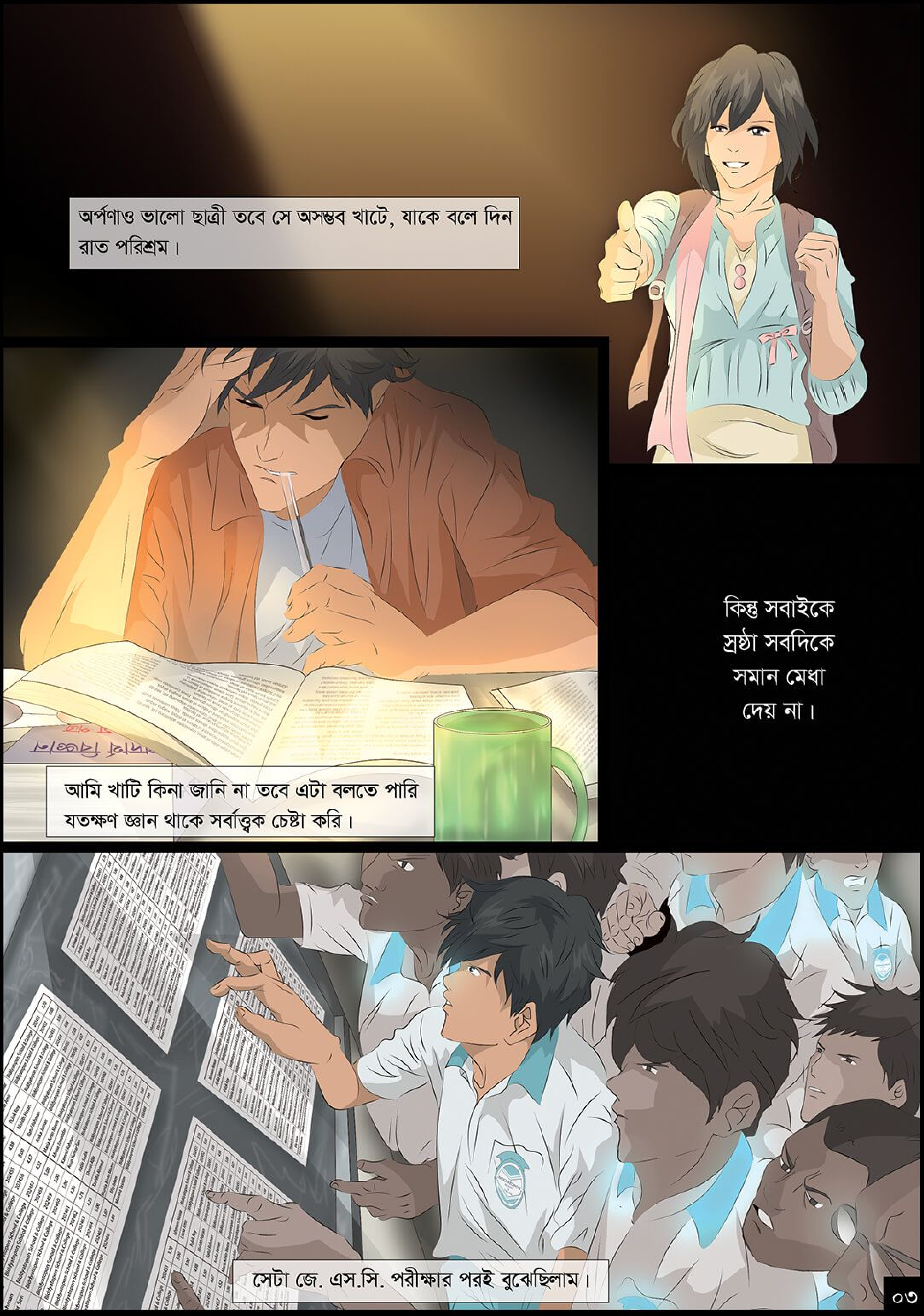
অর্পণাও ভালো ছাত্রী তবে সে অসম্ভব খাটে, যাকে বলে দিন রাত পরিশ্রম।
আমি খাটি কিনা জানি না তবে এটা বলতে পারি যতক্ষণ জ্ঞান থাকে সর্বাত্মক চেষ্টা করি।
কিন্তু সবাইকে স্রষ্ঠা সবদিকে সমান মেধা দেয় না।
সেটা জে. এস.সি. পরীক্ষার পরই বুঝেছিলাম।

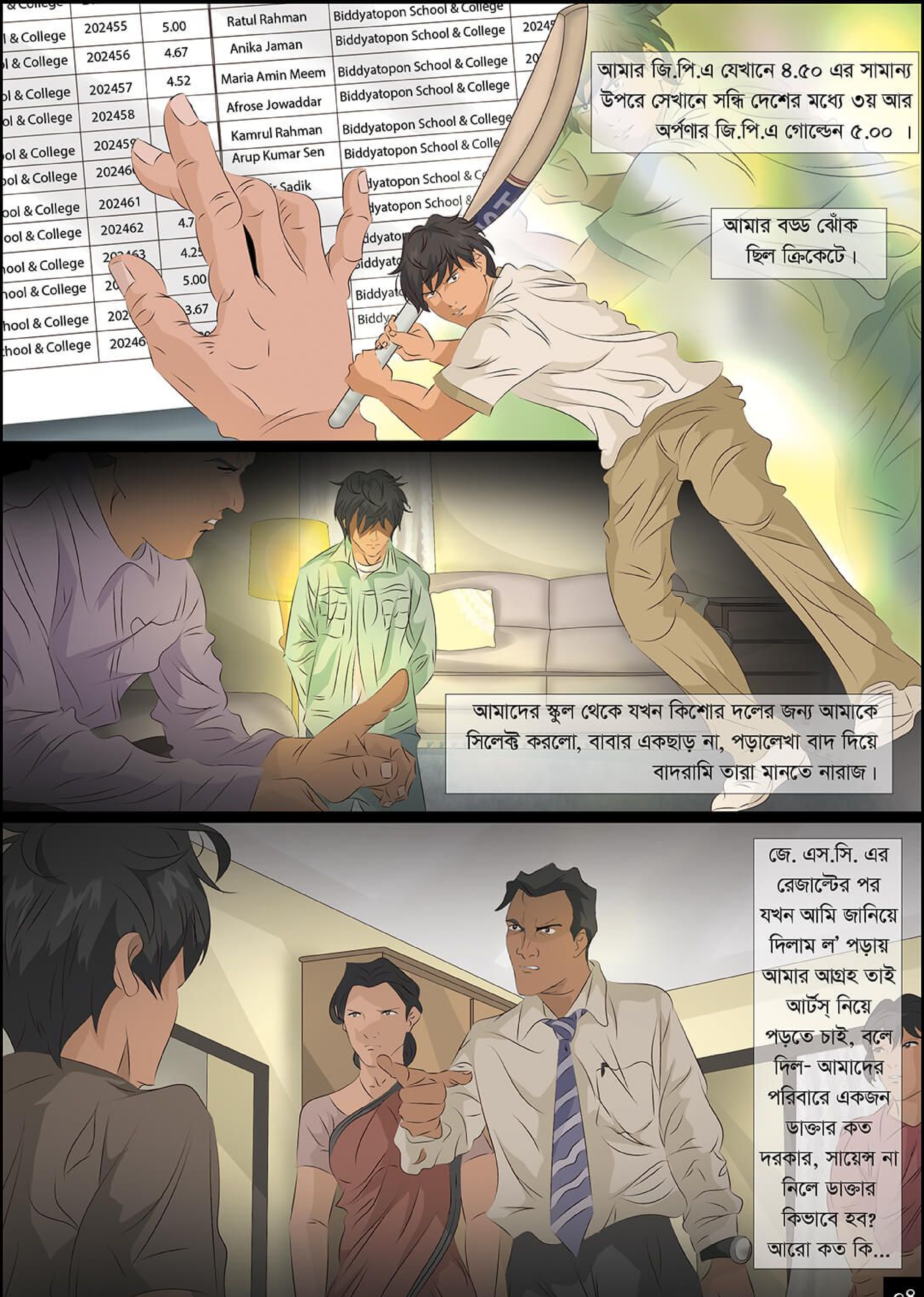
আমার জি.পি.এ যেখানে ৪.৫০ এর সামান্য উপরে সেখানে সন্ধি দেশের মধ্যে ৩য় আর অর্পণার জি.পি.এ গোল্ডেন ৫.০০ ।
আমার বড্ড ঝোঁক ছিল ক্রিকেটে।
আমাদের স্কুল থেকে যখন কিশোর দলের জন্য আমাকে সিলেক্ট করলো, বাবার একছাড় না, পড়ালেখা বাদ দিয়ে বাদরামি তারা মানতে নারাজ।
জে. এস.সি. এর রেজাল্টের পর যখন আমি জানিয়ে দিলাম ল’ পড়ায় আমার আগ্রহ তাই আর্টস্ নিয়ে পড়তে চাই, বলে দিল- আমাদের পরিবারে একজন ডাক্তার কত দরকার, সায়েন্স না নিলে ডাক্তার কিভাবে হব? আরো কত কি...

এটা ঝুঝল না একজন মানুষ ডাক্তারি পড়লেই সর্বরোগ বিশারদ হয় না। সর্বরোগ বিশারদ হতে হলে আমাকে কবিরাজ হতে হবে , নয় গণক।
বুঝল না, জোড় করে সায়েন্সই পড়তে হল। মেনে নিলাম, কেননা অর্পা আর সন্ধি ছিল সাথে।
অর্পণাকে আমি অর্পা বলতাম।
ওর নোটই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।
সন্ধির দূর্বোধ্য লেকচার আমার কাছে থিসিসই বটে।

ওদের সাথে আমার লেখাপড়ার ব্যবধান কখনই আমাদের বন্ধুত্বে কোন চির ধরায়নি। অসাধারণ মানুষ ওরা, সন্দেহ নেই। মানুষ হিসেবে আমাকেও তারা ভালোই বলত। মেধাবীদের কথা... ফেলে তো দিতে পারি না।

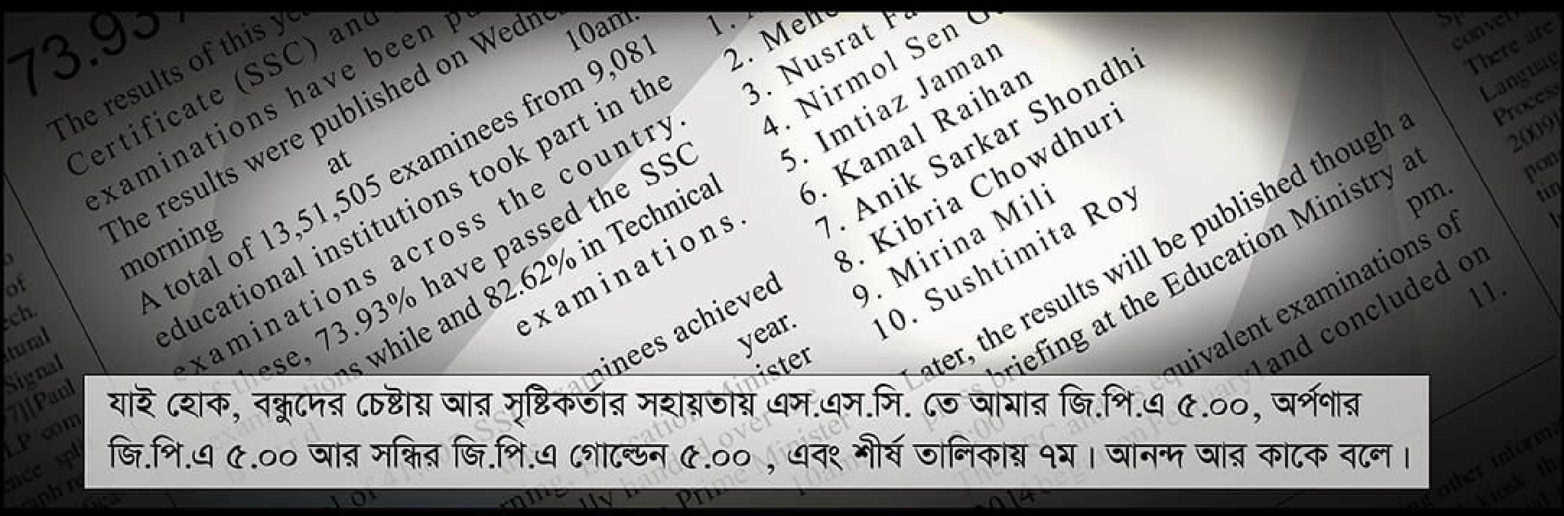
The results of this year's Secondary School Certificate (SSC) and equivalent examinations have been published on Wednesday
The results were published on Wednesday morning at 10am.
A total of 13,51,505 examinees from 9,081 educational institutions took part in the examinations across the country.
Of these, 73.93% have passed the SSC examinations while and 82.62% in Technical examinations.
2. Nusrat
3. Nirmol Sen
4. Imtiaz Jaman
5. Kamal Raihan
6. Anik Sarkar Shondhi
7. Kibria Chowdhuri
8. Mirina Mili
9. Sushtimita Roy
Later, the results will be published though a briefing at the Education Ministry at
যাই হোক, বন্ধুদের চেষ্টায় আর সৃষ্টিকর্তার সহায়তায় এস.এস.সি. তে আমার জি.পি.এ ৫.০০, অর্পণার জি.পি.এ ৫.০০ আর সন্ধির জি.পি.এ গোল্ডেন ৫.০০ , এবং শীর্ষ তালিকায় ৭ম। আনন্দ আর কাকে বলে।

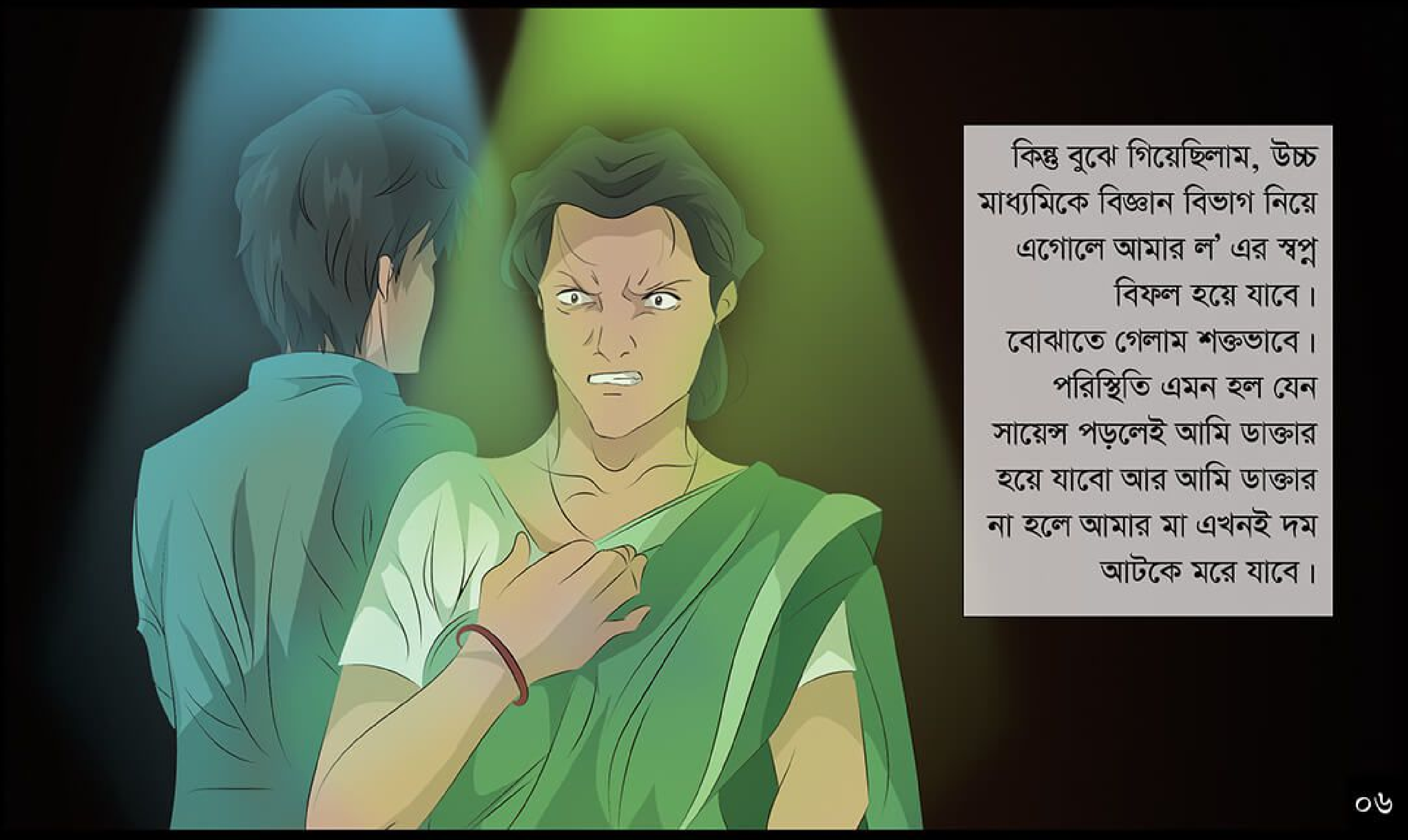
কিন্তু বুঝে গিয়েছিলাম, উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে এগোলে আমার ল' এর স্বপ্ন বিফল হয়ে যাবে। বোঝাতে গেলাম শক্তভাবে। পরিস্থিতি এমন হল যেন সায়েন্স পড়লেই আমি ডাক্তার হয়ে যাবো আর আমি ডাক্তার না হলে আমার মা এখনই দম আটকে মরে যাবে।

অগত্যা নিজের স্বপ্ন নিজের মধ্যেই মাটিচাপা দিলাম।
অর্পা একমাত্র সন্তান। আঙ্কেল, আন্টি আমাকে আর সন্ধিকেও তাদের ছেলের মতই ভালোবাসেন। বাসার পরিস্থিতি তারা জানতেন। সান্ত্বনা দেয়া ছাড়া আসলে আর কি ই বা তারা করতে পারতেন?
দূরত্বটা ক্রমেই বাড়তে থাকল আমাদের মাঝে, সবারই পড়ার চাপ, আগের মত দেখা না হলেও কথা হত প্রায়ই।
ওরা আমাকে হতাশ হতে না করে।
হতাশ হই না আমি । শুধু শুন্যতা।

এইচ.এস.সি. এর রেজাল্ট দিয়েছে আজ। অনেকের বাসা থেকেই মিষ্টি এসেছে। সত্যি বলতে, আমার রেজাল্ট নিয়ে আমি বেশ সন্তুষ্ট ছিলাম।
মিষ্টি
কিন্তু বাসায় এমন শোক যেন কেও মারা গেছে। কি বলব বুঝতে পারছি না। এটাই বুঝেছি যেভাবে হোক পাবলিক মেডিকেল এ চান্স পেতেই হবে।
আমার আর অর্পার মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম, চাইলেই প্রাইভেটে পড়া সম্ভব না। সম্ভব হলে সিন্ধিরই সম্ভব। স্রষ্ঠা যাকে দেন, হাত ভরে দেন এই আরকি।

কিন্তু ওর তা লাগবে না। আমি নিশ্চিত, ও ঠিকই দেশ সেরা ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্কলারশিপ সহই চান্স পাবে।
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি
আর অর্পা? ও সক্ষম। যব সেক্টর আছে এমন কোনো বিষয় নিয়েই পড়তে চায় ও। তাই সায়েন্স থেকে বের হয়ে সামাজিক বিজ্ঞান এর বিষয়গুলো বেছে নেবার সিদ্ধান্ত ওর। সেভাবেই কোচিং এ ভতি হয়েছে ও। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলেই খুশি ওর বাবা মা, চাপ নেই সাবজেক্ট নিয়ে , মেয়ের পছন্দই তাদের পছন্দ ।
পিউপিল কোচিং সেন্টার মেডিকেল ভর্তি কোচিং
মেডিকেলে নিশ্চিত ভর্তির চেলেঞ্জ
চলছে সিট সীমিত
এভাবেই ভাগ হয়ে গেল আমাদের তিনজনের পথ...

আমি অর্পণা, বরাবরই যৌক্তিক-অযৌক্তিক জ্ঞান সন্ধি আর নিশীথ এর চেয়ে আমার ভাল। প্রায়গিক চিন্তাকেই আমি প্রাধান্য দেই।
নিশীথকে তাই বলেছিলাম, আয়, সামাজিক বিজ্ঞানের কোচিং এ একসাথে ভর্তি হই।
না! তার বাবা মার ইচ্ছায় ২টি মেডিকেল ভর্তি কোচিং এ ভর্তি হল।
এত চাপ ও নিতে পারে না, বুঝে না। কি করার!

আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করছি ভালো করার। হাঁপিয়ে উঠি প্রায়ই। হতাশা কাজ করলেই মনে করি আমাদের তিনজনের একসাথে কাটানো দিনগুলো।
খেলাধুলায় বরাবরই নিশীথ ভালো কিন্তু তাই বলে আমি কখনই ওকে ছাড় দিতাম না। দৌড় কম্পিটিশন লাগালে সন্ধিকে বাদ দিয়ে আমরাই আসল কম্পিটিশনটা করতাম।
সে বার ব্যাট বলে না মেরে ভুলে নিশীথের মাথায় হিট করেছিলাম।

আমি তো হতবুদ্ধ হয়ে শুধু ডানে-বামে লাফাচ্ছিলাম, সন্ধিও কি করবে বুঝতে পারছিলো না।
নিশীথ ফাঁটা মাথা নিয়েও এমন হাসি দিল যে মূহুর্তেই আতঙ্ক কেটে গেল।
ও মানুষটাই এমন, সবকিছু হাসি আনন্দের মধ্য দিয়ে পার করতে চায়।
কিন্তু জীবন তো আর এক থাকে না। সময় যত যাচ্ছে রঙিন দিনগুলো বাস্তবতার আঁধারে হারিয়ে যাচ্ছে।
যত হতাশায়ই থাকি না কেন নিশীথের হাসিমুখ দেখলে সন্ধি আর আমার মনের সব হতাশা, ক্লান্তি ক্ষণেই মিলিয়ে যায়।

গতদিনের পড়াগুলো মনে আছে?
শোনেন পড়া মনে রাখার কিছু টিপস্ এন্ড ট্রিকস্ থাকে। কিছু ছড়া বানাতে হয় যেন সব মনে থাকে। তাহলেই হবে।

তারপর কিছু ঘটনাকে রিলেট করতে হবে বুঝেছেন। যেমন ধরেন যার প্রথম আছে তার দ্বিতীয় আছে, যার এক আছে তার দুই ও আছে।
কোনো মেয়ে যদি আপনাকে বলে তুমিই আমার জীবনে একমাত্র তাহলে বুঝবেন সেটা মিথ্যা। কেননা যার এক আছে তার দুই ও আছে।

ধরেন ১ম বিশ্বযুদ্ধ, তারপর ২য় বিশ্বযুদ্ধ আবার ১ম পানিপথের যুদ্ধ, তারপর ২য় পানিপথের যুদ্ধ এরকম আরকি। যত ইতিহাস পড়তে যাবেন ততই দেখবেন সকল সমস্যার পিছনে নারী। সকল ধ্বংসের পিছনেই নারী। যুদ্ধগুলো লাগে কাদের জন্য? এই এদের জন্য। গোটা ট্রয় নগরীটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলল। এ জন্যই দেখেন না বাংলায় যত বাজে শব্দ শুধু নারীদের। পুরুষদের নাই কেন? বুঝে নেন।
UCB
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং
UCB
আমি তো বুঝিই না মেয়েরা পড়ালেখা করে কেন? ওদের তো এমনিতেই খাওয়া পড়ার অসুবিধা হয় না।
আরে কাঁচা টাকা....

অসহ্য লাগে আমার কোচিং এ, প্রতিদিনই কিছু না কিছু গা জ্বালানো কথা।
চোখের সামনে ভালো ছেলেগুলোও বখে যাচ্ছে কিছু টিচার নামে কোচিং এ লেকচার দেয়া "ভাইয়া"-দের বক্তব্যের প্ররোচনায়।
এসব কুরুচিপূর্ণ কথা দিন দিন মানসিক শান্তি নষ্ট করছে।
কোন মেয়ে কেমন পোশাক পড়বে, কার ধর্ম কি সবই তার সমস্যা। প্রাইভেট কোচিং এ ভর্তি হবার জন্য নানা প্রলোভন তো আছেই।
বাজে নোংরা কথা বলা নাকি পড়ালেখার মাঝের বিনোদন। টানা পড়ালেখা করতে যেন বিরক্ত না লাগে তার জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা। শুধু জোকস্ এর মাত্রাজ্ঞান টা লাগামহীন ভাবে বাড়ছে এবং বড়ই একচোখা।

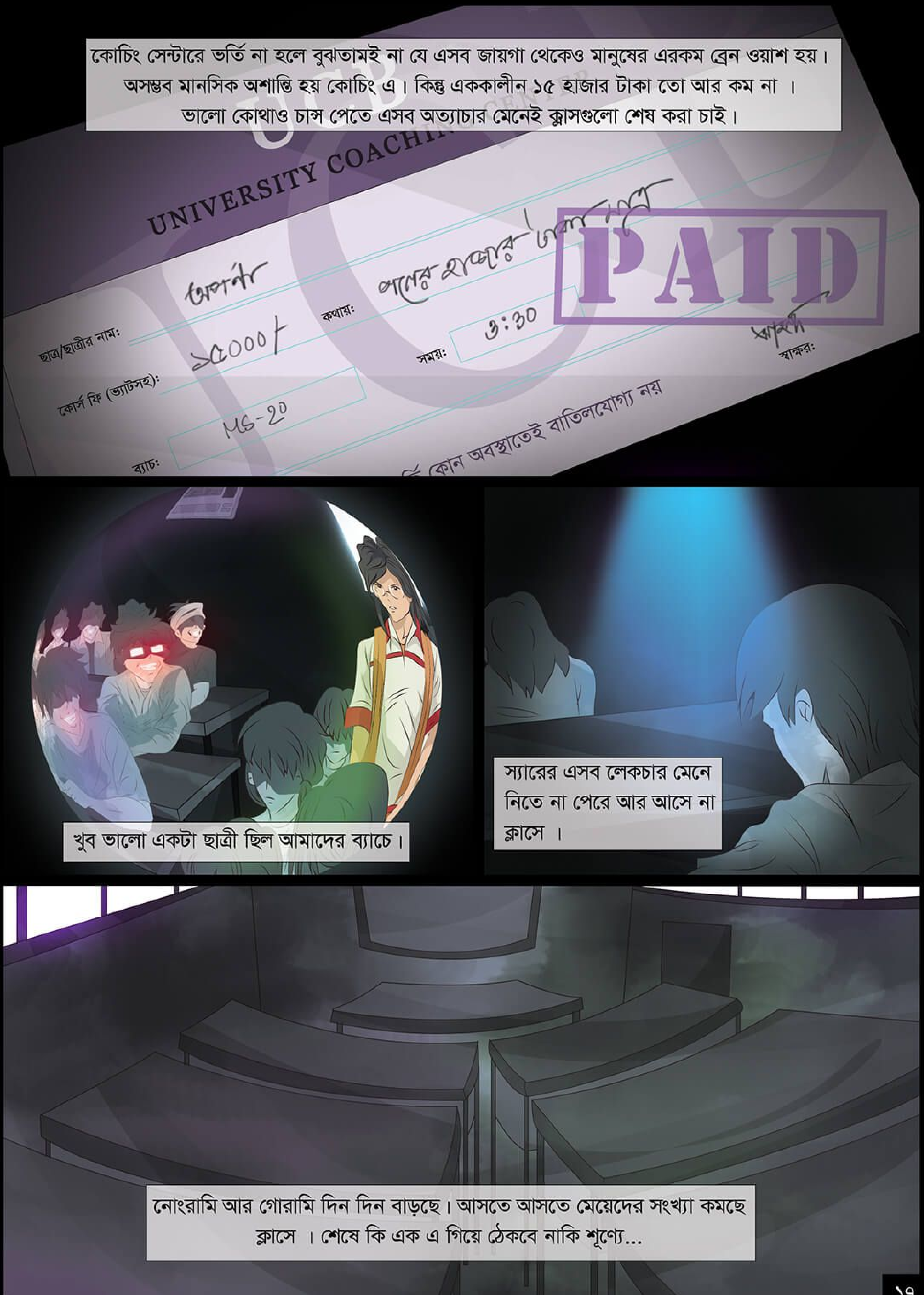
কোচিং সেন্টারে ভর্তি না হলে বুঝতামই না যে এসব জায়গা থেকেও মানুষের এরকম ব্রেন ওয়াশ হয়। অসম্ভব মানসিক অশান্তি হয় কোচিং এ। কিন্তু এককালীন ১৫ হাজার টাকা তো আর কম না । ভালো কোথাও চান্স পেতে এসব অত্যাচার মেনেই ক্লাসগুলো শেষ করা চাই।
UNIVERSITY COACHING CENTER
PAID
ছাত্র/ছাত্রীর নাম:
কথায়:
সময়:
3:30
স্বাক্ষর:
কোর্স ফি (ভ্যাটসহ):
১৫০০০/-
ব্যাচ:
MS-20
কোন অবস্থাতেই বাতিলযোগ্য নয়
খুব ভালো একটা ছাত্রী ছিল আমাদের ব্যাচে।
স্যারের এসব লেকচার মেনে নিতে না পেরে আর আসে না ক্লাসে ।
নোংরামি আর গোরামি দিন দিন বাড়ছে। আসতে আসতে মেয়েদের সংখ্যা কমছে ক্লাসে । শেষে কি এক এ গিয়ে ঠেকবে নাকি শূণ্যে...

অ্যাডমিশনের চাপ আর স্কুল কলেজের চাপ এক না। চাপটা আমিও টের পাচ্ছি।
অজানা একটা অস্বস্তি আমার উপরও এসে পড়েছে। ভাবছি অর্পণা আর নিশীথ চাপটা কিভাবে সামলাচ্ছে।
বিশেষত নিশীথ। পড়ালেখায় দূর্বল হলেও দূরন্তপনায় সে সেরা। তাই সকল ঝড় বাদল থেকে সবসময় আমাকে আগলে রেখেছে নিশীথ আর অর্পণা।
এইচ.এস. সি. এর পর থেকে তাই হঠাৎ করেই নিজেকে খুব একা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাকে দেখে রাখার কেউ নেই। কিন্তু বন্ধুদের ভালো চাই আমি । আমি চাই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে যার যার পছন্দের বিভাগে পড়তে ।

তাহলে অবসরের সময়গুলো একইভাবে কাটাবো, একসাথে।

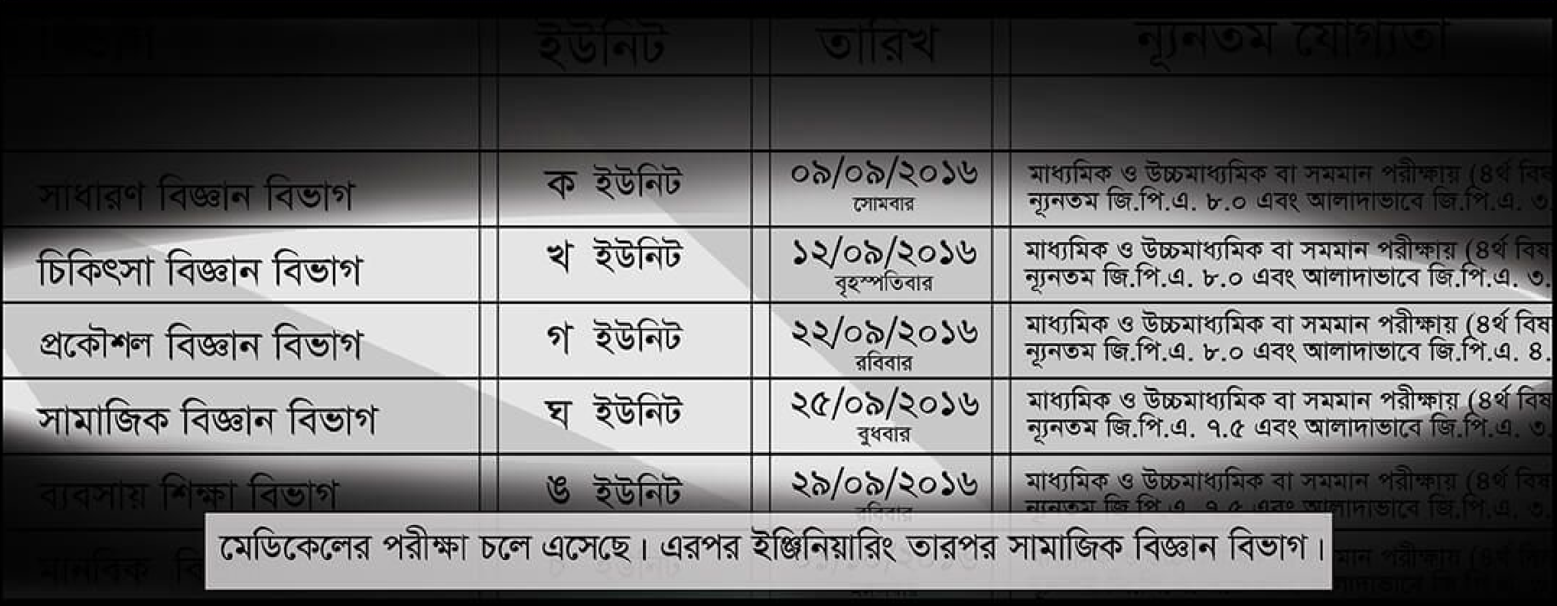
ইউনিট
তারিখ
ন্যূনতম যোগ্যতা
সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগ
ক ইউনিট
০৯/০৯/২০১৬
সোমবার
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায়
ন্যূনতম জি.পি.এ. ৮.০ এবং আলাদাভাবে জি.পি.এ.
চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগ
খ ইউনিট
১২/০৯/২০১৬
বৃহস্পতিবার
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায়
ন্যূনতম জি.পি.এ. ৮.০ এবং আলাদাভাবে জি.পি.এ.
প্রকৌশল বিজ্ঞান বিভাগ
গ ইউনিট
২২/০৯/২০১৬
রবিবার
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায়
ন্যূনতম জি.পি.এ. ৮.০ এবং আলাদাভাবে জি.পি.এ.
সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ
ঘ ইউনিট
২৫/০৯/২০১৬
বুধবার
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায়
ন্যূনতম জি.পি.এ. ৭.৫ এবং আলাদাভাবে জি.পি.এ.
ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ
ঙ ইউনিট
২৯/০৯/২০১৬
মেডিকেলের পরীক্ষা চলে এসেছে। এরপর ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ।

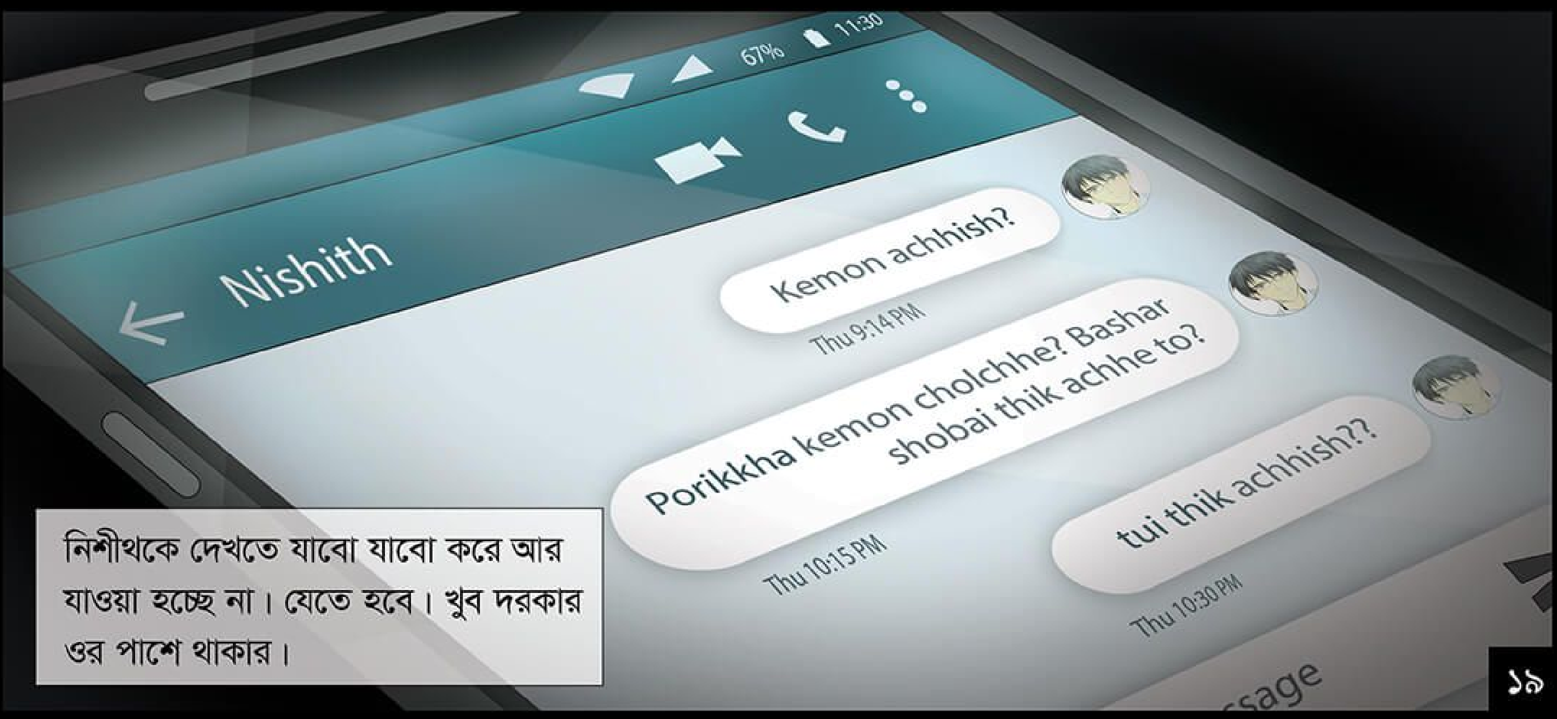
67%
11:30
Nishith
Kemon achhish?
Thu 9:14 PM
Porikkha kemon cholchhe? Bashar shobai thik achhe to?
Thu 10:15 PM
tui thik achhish??
Thu 10:30 PM
নিশীথকে দেখতে যাবো যাবো করে আর যাওয়া হচ্ছে না। যেতে হবে। খুব দরকার ওর পাশে থাকার।

তোরা চিন্তা করিস না, আমি ভালো আছি।
তোকে দেখে তো তা মনে হয় না রে, না ঘুমালে কি চলবে? চোখ মুখ ডেবে গেছে। খাওয়া দাওয়া করিস না?

দেখ যা হয় ভালই হয় রে। আমার কোচিং এ ভর্তি না হয়ে ভালই করেছিস।
কেমন যেন একটু। নিশীথ ঘাবড়াবি না, আমরা তো আছিই না রে।
তোমাদের পড়ালেখা ঠিকমত চলছে?
জ্বি আংকেল।

দেখ মেডিকেল পরীক্ষা তো চলে এসেছে, তোমরা এখানে গল্প করে সময় নষ্ট করো না, জানোই তো নিশীথ একটু দূর্বল, ওর ১ মিনিট নষ্ট করাও অনেক বড় অপচয়।
আসি রে নিশীথ, পরে দেখা হবে।

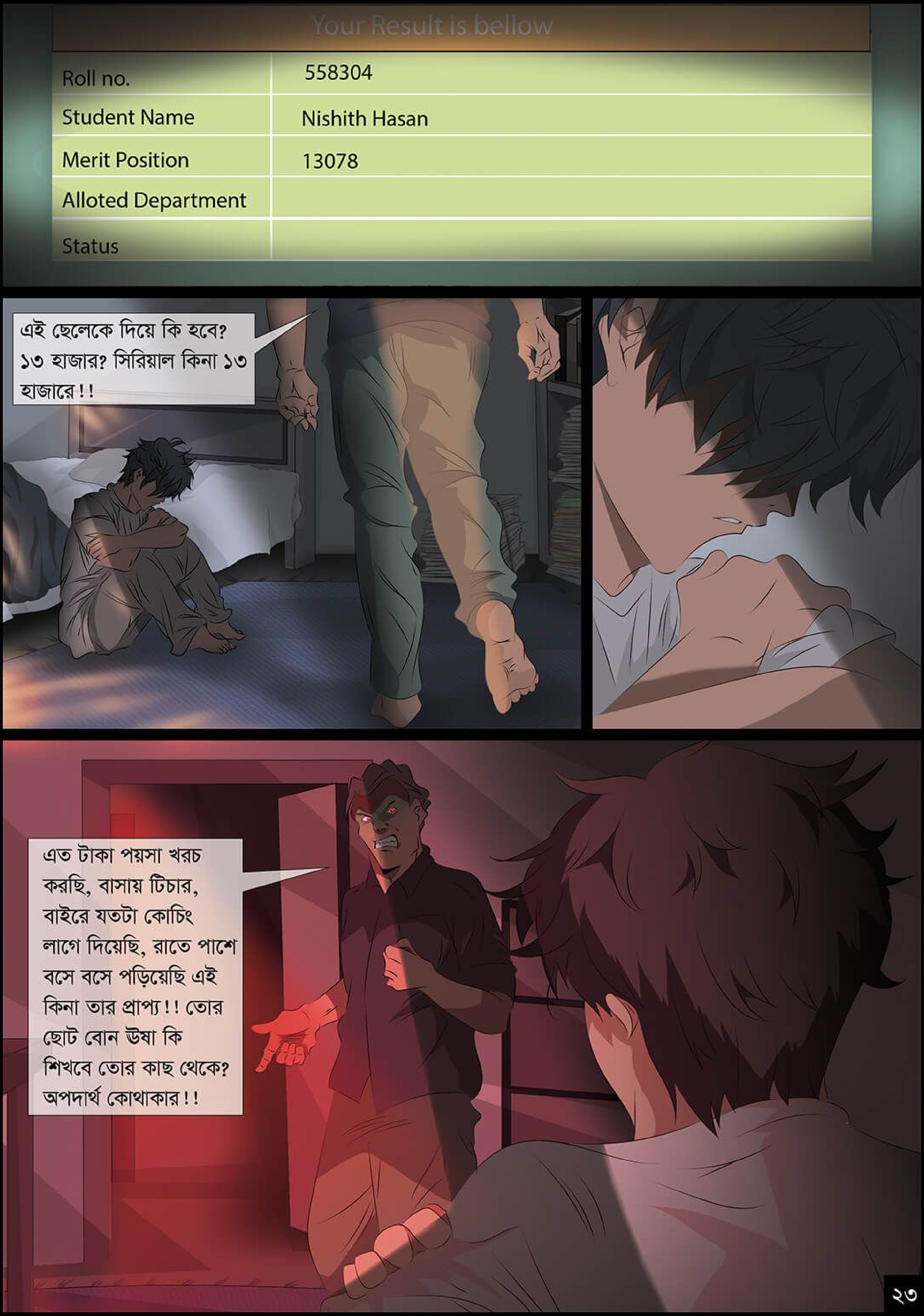
Your Result is bellow
Roll no.
558304
Student Name
Nishith Hasan
Merit Position
13078
Alloted Department
Status
এই ছেলেকে দিয়ে কি হবে? ১৩ হাজার? সিরিয়াল কিনা ১৩ হাজারে!!
এত টাকা পয়সা খরচ করছি, বাসায় টিচার, বাইরে যতটা কোচিং লাগে দিয়েছি, রাতে পাশে বসে বসে পড়িয়েছি এই কিনা তার প্রাপ্য!! তোর ছোট বোন ঊষা কি শিখবে তোর কাছ থেকে? অপদার্থ কোথাকার!!

মেয়েটা আগামী বছর পি.ই.সি. দেবে। তোর সাথে থেকে থেকে ওটাও মূর্খ হবে। নরাধম ! সবাই পারে তুই পারিস না জানোয়ার কোথাকার!
খা ! মিষ্টি খা! সুখের মিষ্টি খা!!

তোর মামাদের কাছে আমি মুখ দেখাবো কিভাবে?
তোর ছোট মামার ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় স্কলারশিপ পেলো, রিংকুটা গত বছর কত ভালো রেজাল্ট করল, তুই কি করলি, বল? কি দেইনি তোকে বল!!
অনেকে নাকি প্রশ্ন পায় পরীক্ষার আগে, তুই তো তাও পাস না, করিস কি হ্যা! করিস কি!!!
আমার সামনে আর আসবি না! আমি তোর চেহারা দেখতে চাই না।

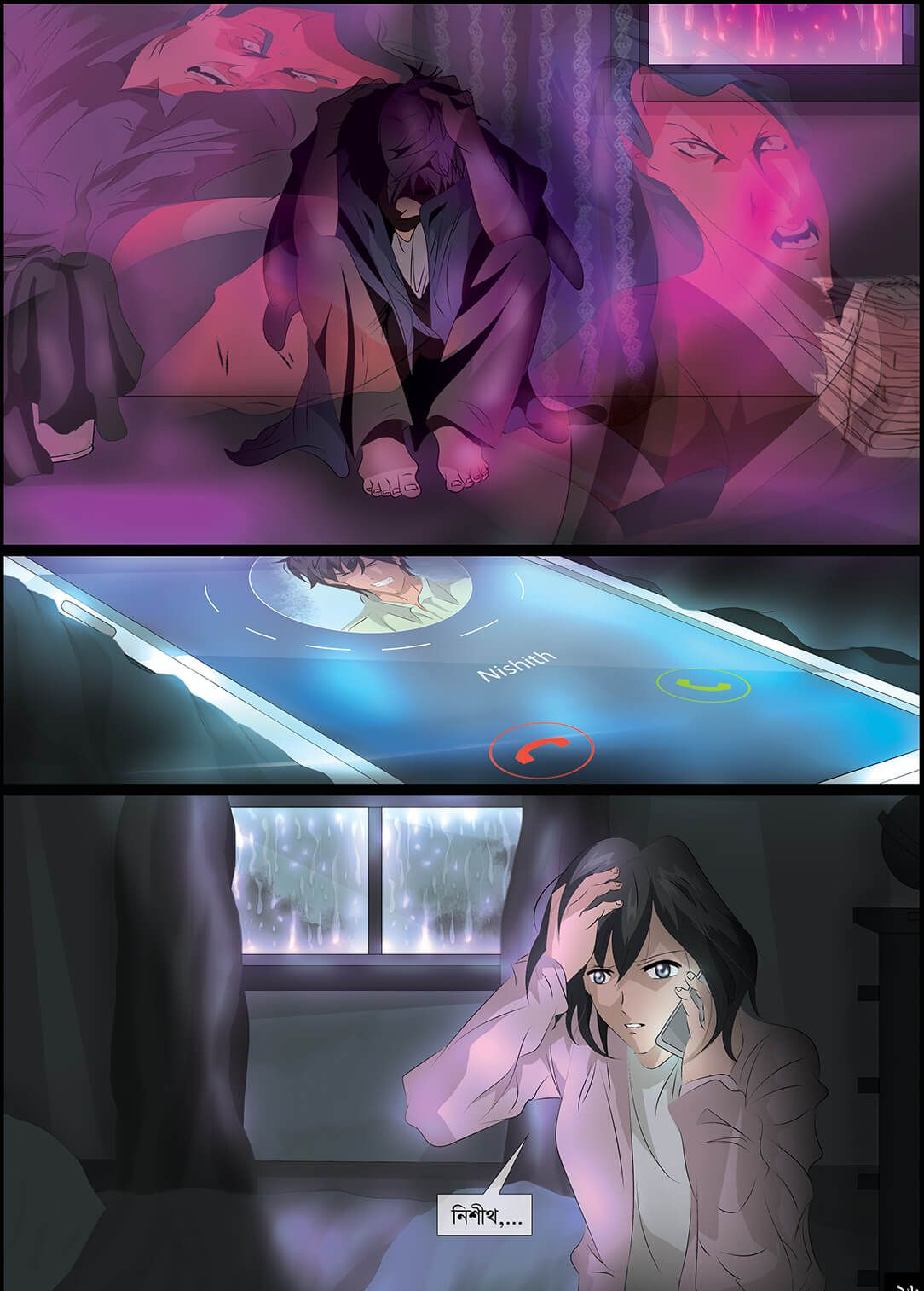
Nishith
নিশীথ,...

অর্পা জানিস বাসায় কেউ আমার সাথে কথা বলে না।
উষাটাও ভয়ে আমার কাছে আসে না।
দেখ নিশীথ, হাল ছাড়িস না, বিপদ আসে, বিপদ কেটে যায়, সব ঠিক হয়ে যাবে, তুই সেকেন্ড টাইম ট্রাই দে।
অর্পা ... তোকে দেখতে মন চাইছে রে...

আমি আসব তো,
বল কবে আসব...
ভালো থাকিস..
নিশীথ... হ্যালো.. নিশীথ

নিশীথ... সুইসাইড করেছে....

সব শেষ হয়ে গেল...নিশীথ চলেই গেল... পারলাম না ওকে বাঁচাতে... পারলাম না...
নিশীথ...নিশীথ...

আরে দেখিস এবার অর্পার বার্থডেতে এমন চমক দিব.. ও খুশিতে পাগল হয়ে যাবে।
আরেহ্ না না..এবার জোকার সাজব না...ধুর...বড় হয়েছি না...তোরও যেমন কথা সন্ধি...

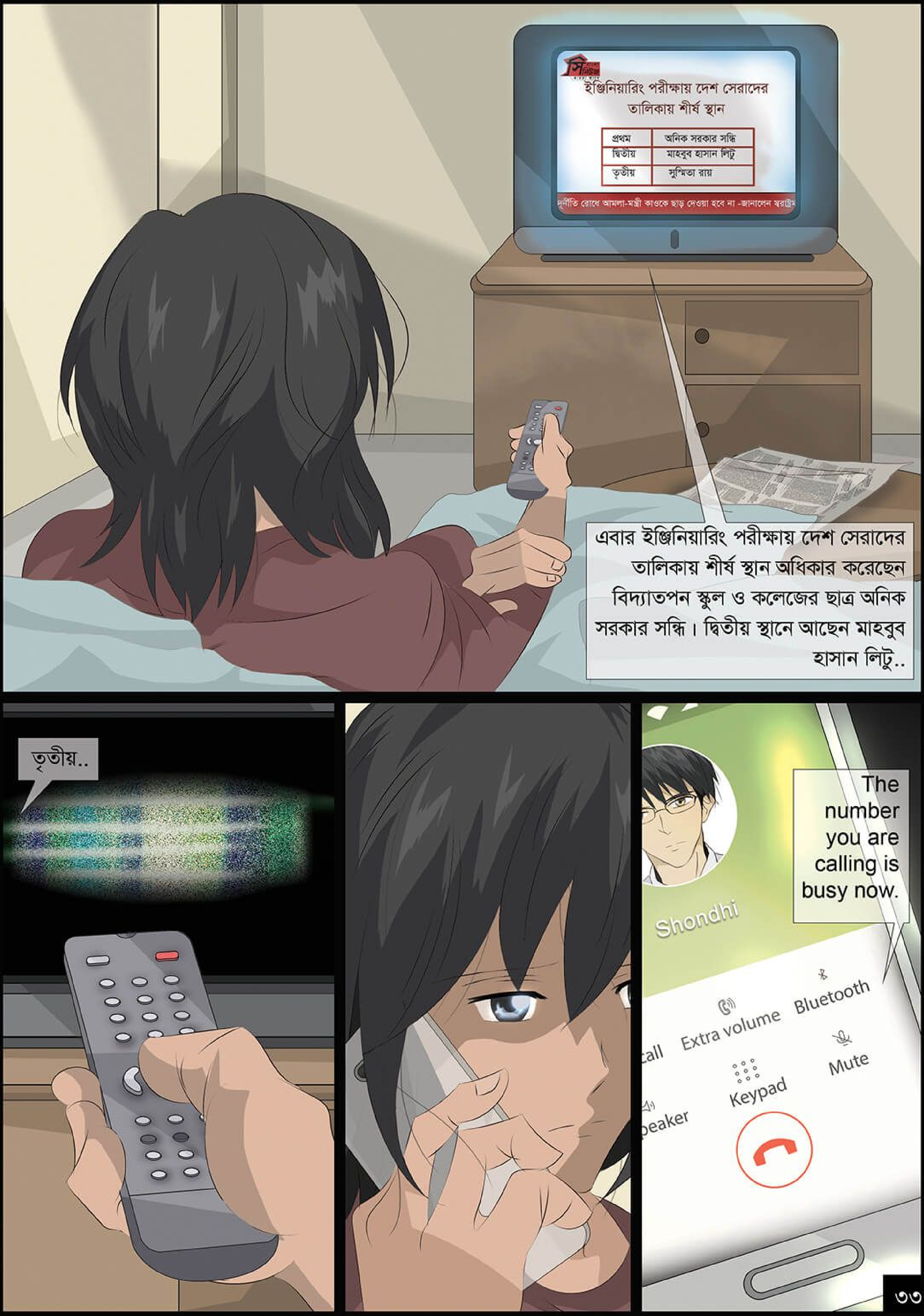
ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় দেশ সেরাদের
তালিকায় শীর্ষ স্থান
প্রথম — অনিক সরকার সন্ধি
দ্বিতীয় — মাহবুব হাসান লিটু
তৃতীয় — সুস্মিতা রায়
দুর্নীতি রোধে আমলা-মন্ত্রী কাওকে ছাড় দেওয়া হবে না -জানালেন
এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় দেশ সেরাদের তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকার করেছেন বিদ্যাতপন স্কুল ও কলেজের ছাত্র অনিক সরকার সন্ধি। দ্বিতীয় স্থানে আছেন মাহবুব হাসান লিটু..
তৃতীয়..
Shondhi
Extra volume
Bluetooth
Keypad
Mute
The number you are calling is busy now.

আবসিক সুবিধা
PUPIL
Admission Coaching Center
ফ্রি ক্লাসের সুযোগ
এবছর ও অন্যান্য বছরের মত পিউপিলিয়ানদের বিস্ময়কর সাফল্য
আজ আমাদের সাথে লাইভে থাকবেন এবারের দেশ সেরা ছাত্র অনিক সরকার সন্ধি।
আমাদের আছে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে আবসিক সুবিধা
বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাক্রম অর্জনকারীদের
সংবর্ধনা অনুষ্ঠান
সবাইকে লাইভ দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
এই কাটসো..ওকে এবার গিয়ে দেখো সন্ধি কই। যেখান থেকে পারো ওকে ধরে নিয়ে আসো। ওকে?

স্যার... আসবে তো?
আসতে বাধ্য কারন স্পেশাল ব্যাচের ফর্ম যখন ফিলআপ করি ওখানে লেখাই থাকে ছাত্র যে কোন সময় আসতে বাধ্য।
প্রয়োজনে পরিবারও আসতে বাধ্য।
PUPIL
অঙ্গীকার নামা
নিম্নোক্ত শর্তপূরণ সাপেক্ষে পিউপিল-র স্পেশাল ব্যাচে ক্লাস করার জন্য অর্ন্তভূক্ত হচ্ছি:
১. পিউপিলের নির্দেশিত সকল পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুসরণে বাধ্য থাকব।
২. স্পেশাল ব্যাচের বিশেষ কিছু নির্দেশনা অনুসরণে বাধ্য থাকব।
৩. কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে যে কোনো সময় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভিভাবকের যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকব।
৪. বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার পর অন্য কোনো কোচিং এ ছবি প্রদান করা অথবা সংবর্ধনার নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, হোটেল ও রেস্টুরেন্টে আপ্যায়ণের মাধ্যমে ছবি প্রদান অথবা অন্য কোনো উপায়ে সাহায্য করা আমার জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।
৫. অন্য কোচিং-এ ক্লাস করে এমন কাউকে স্পেশাল ব্যাচে নেয়া হবে না।
৬. কোন ভাবেই অন্য কোনো কোচিং এর সাথে সম্পৃক্ত থাকা যাবে না।
৬. সর্বোপরি পিউপিল কর্তৃপক্ষ প্রণীত যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকব।
৭. কোন পরীক্ষায় ৫০% নম্বর না পেলে শিক্ষকের নিকট ২০ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য থাকব, যে কোন কারণেই হোক ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে পরিবর্তি ক্লাসে শিক্ষকের নিকট ৫০ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য থাকব।
কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর
ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর
Anik Sarkar Shondhi
যাও কল লাগাও!!

যেভাবে বলছি ঠিক সেভাবেই লাইভে বলবে বুঝছো!
তুমি তো পড়ালেখা করেছোই, এটা তো বলার কিছু নাই, কিন্তু আমাদের নোট কেমন, স্যারেরা কত ভালো ক্লাস নেন, এগুলোতে ফোর্স দিবে, বুঝছো?
লাইভ শেষ হলে ল্যাপটপ নিয়ে ফটোসেশন হবে তোমার, আরে নায়ক বনে যাবা, পুরো দেশে তোমার ছবি থাকবে, বুঝছো! কয়জনের এমন ভাগ্য হয় বলো!
PUPIL
Coaching Center
তারপর তোমাদের কলেজে মিষ্টি নিয়ে যাবা, আমরাই দিব, টিচারদের সাথে ছবি তুলবা। আরে এগুলোই তো সম্পদ।
ফ্রি ক্লাসের সুযোগ
এখন যেভাবে বলছি সেভাবে লাইভ টা দাও, আরে আমরা সব স্টুডেন্টদের মোবাইলে এস.এম.এস. করে দিসি। বুঝ না..বুঝ না...

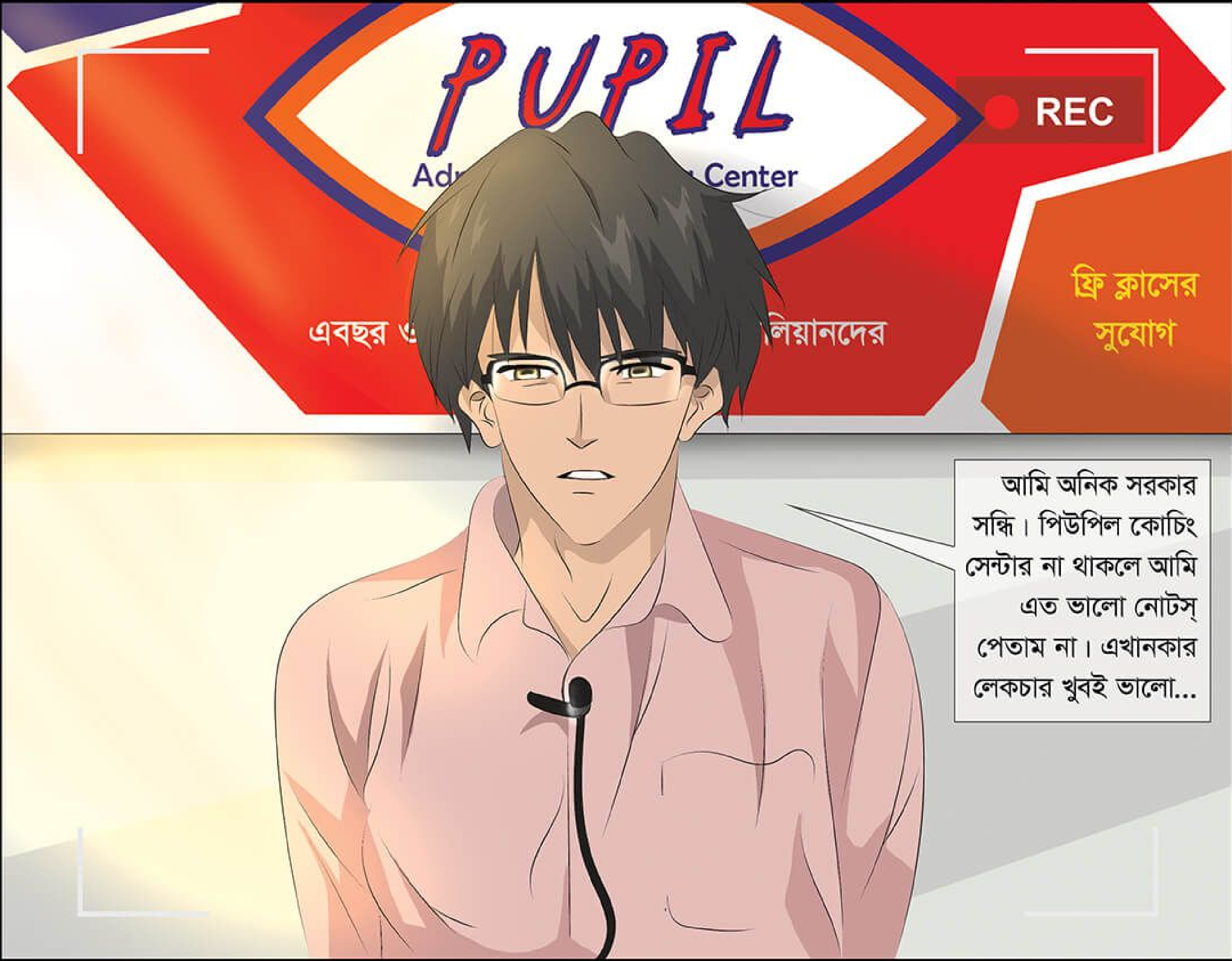
PUPIL
REC
ফ্রি ক্লাসের সুযোগ
আমি অনিক সরকার সন্ধি। পিউপিল কোচিং সেন্টার না থাকলে আমি এত ভালো নোটস্ পেতাম না। এখানকার লেকচার খুবই ভালো...

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান
PUPIL
Admission Coaching Center

আপনার তো ফুলের ছবি উঠেছে, ফুলের
তোড়া পরের জনকে দিয়ে মিষ্টির লাইনে
যেয়ে ছবি তুলেন, এখানে ভির বাড়াবেন না।
পরের জনকে ছবি তুলতে দেন।
আমাদের আছে
নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
আবাসিক সুবিধা
বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাক্রম অর্জনকারীদের
সংবর্ধনা অনুষ্ঠান
PUPIL
Admission Coaching Center
বিস্ময়কর সাফল্য
ফ্রি ক্লাসের
সুযোগ

দেখ এই ছেলেটা এবার ফার্স্ট হয়েছে ।
PUPIL
Pupil Coaching Center - Re
2 days ago
ফকিন্নির বাচ্চারা পাবলিকে চান্স পাইয়া নিজেকে কি যেন ভাবে। যতসব লো ক্লাস, সস্তা পাবলিক। আমাদের মত দামী ইউনিভার্সিটিতে পড়ার ক্ষমতা আছে? এরে দশবার বেচলেও আমার এক টার্মের ফিস হবে না। দাঁড়া এবার এটার বারোটা বাজাবো, খুব পপুলার হওয়া হচ্ছে না!!
কেমনে দোস্ত?
দেখ কেমনে মিম বানাই।

হাসছিস কেন?
দেখ মিম টা

Center
এবছর
লিয়ানদের
Admission Coac
ন্যান্য বছরের
বিস্ময়কর

Admission
অন্যান্য বছরের
বিস্ময়কর
4.8 K
4 K
WHEN YOU ARE DESPERATELY LOOKING FOR NEW MEME AND NOT FINDING A SINGLE ONE
AM I A JOKE TO YOU?
Share
Comment 226
WHEN RESULT CAN BUY ANYTHING
ছেলেটাকে দেখেছিস?
3.4 K
1.2 K
ক্ষ্যাত পেঁচামুখো
এটা এবার ফার্স্ট হয়েছে
Oh my darling
I love U
Share
Comment 2.2 K
Admission Coc
অন্যান্য বছরে
বিস্ময়কর
6.7 K

আরেহ দেখ মিম ছেলেটা!
ওই যে ওই যে!!
Orpona
আমি চান্স পেয়েছি।
সিরিয়াল ৮০৯
SUN 4:38 PM

Freshers reception

নবীন বরণ
মিমের হিরো না! এটারেই দরকার।
ওই ছেলে এদিকে আয়। কি নাম তোর?
সন্ধি
কি বল্লি, শুনা যায় না, জোড়ে বল।
সন্ধি

দেখছিস কেমন বেয়াদব আমাকে ধমক মারে, ওই তোর জুতাটা খুলে ওর গালে মার।
আর ভুল হবে? বল আর ভুল হবে!!
তুই এত বেয়াদব সিনিয়রদের চিনশ না!! কালকে তোর চেয়ে বড় যত বড় ভাই আছে সবার নাম খাতায় লিখে আনবি! বুঝছোস !!

সন্ধি নাকি র‍্যাগ খাইসে
ঠিকই আছে। ওর দেমাগ বেশি। ফার্স্ট হইয়া নিজেরে কি যে ভাবে।

500
100
1000

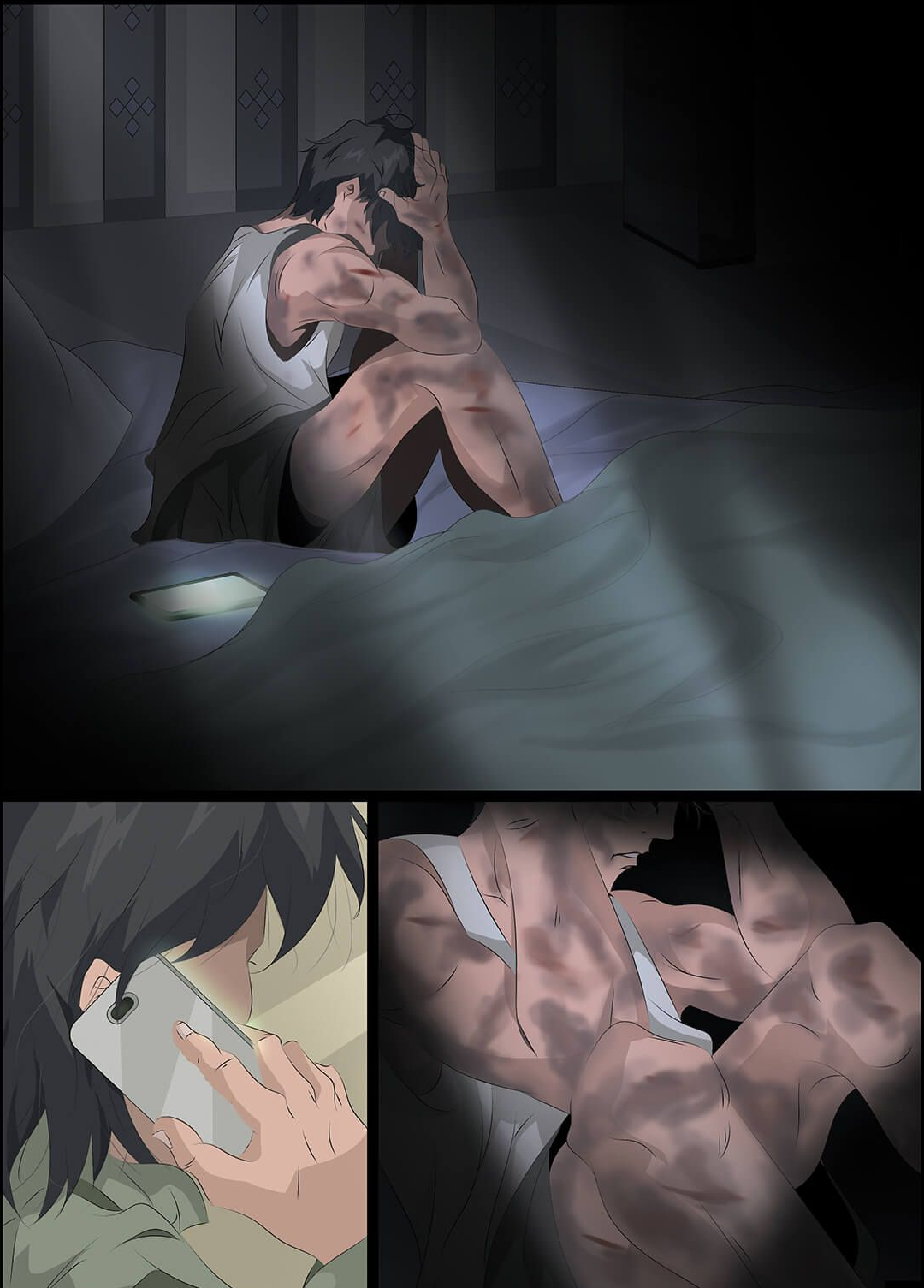

এভাবে আর কয়দিন, চল আমার সাথে।
চল সব ঠিকই থাকবে।

Anik Sarkar

কিরে তোর নাম কি?
রবি
তোর নাকি ভার্ট ডে আজকে? তো কেক কই? কেক না খাওয়াইলে চলবে?
না..মানে..

ওরে বাঁধ, ওরেই কেক বানাবো আজকে। বাঁধ ওকে।

তুই মুখ দিয়ে
নাম লিখবি
মাটিতে, উবু হ।
ছবি তোল ওর , ছবি তুলে সবাই পোস্ট দিবি বুঝছিস।

কি করবেন? আমি সবাইকে বলে দিব।
শোন ও কি বলে..ও যদি একটা কথাও কাওকে বলে ওর সাথে কেউ কথা বলবি না। পুরো একঘরে করে দিবি ওকে। বুঝেছিস!!
যা!! তুই পারলে কিছু কর। কি করবি দেখে নিব।

এই মেয়ে
কি নাম?
কোন
ডিপার্টমেন্ট?

তুমি যাও।
ছেড়ে দিলেন? একটু গান শুনে ছাড়লে হতো না! মেয়েটা তো সেই ছিল।

আমাকে কেউ টরচার করতে পারবে না!
ভেবেছে কি? আমি ছেড়ে দিব?
আমিও পারি, আমাকে নিয়ে মজা করা!! র‍্যাগ দেয়া!!
র‍্যাগ কি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিব।

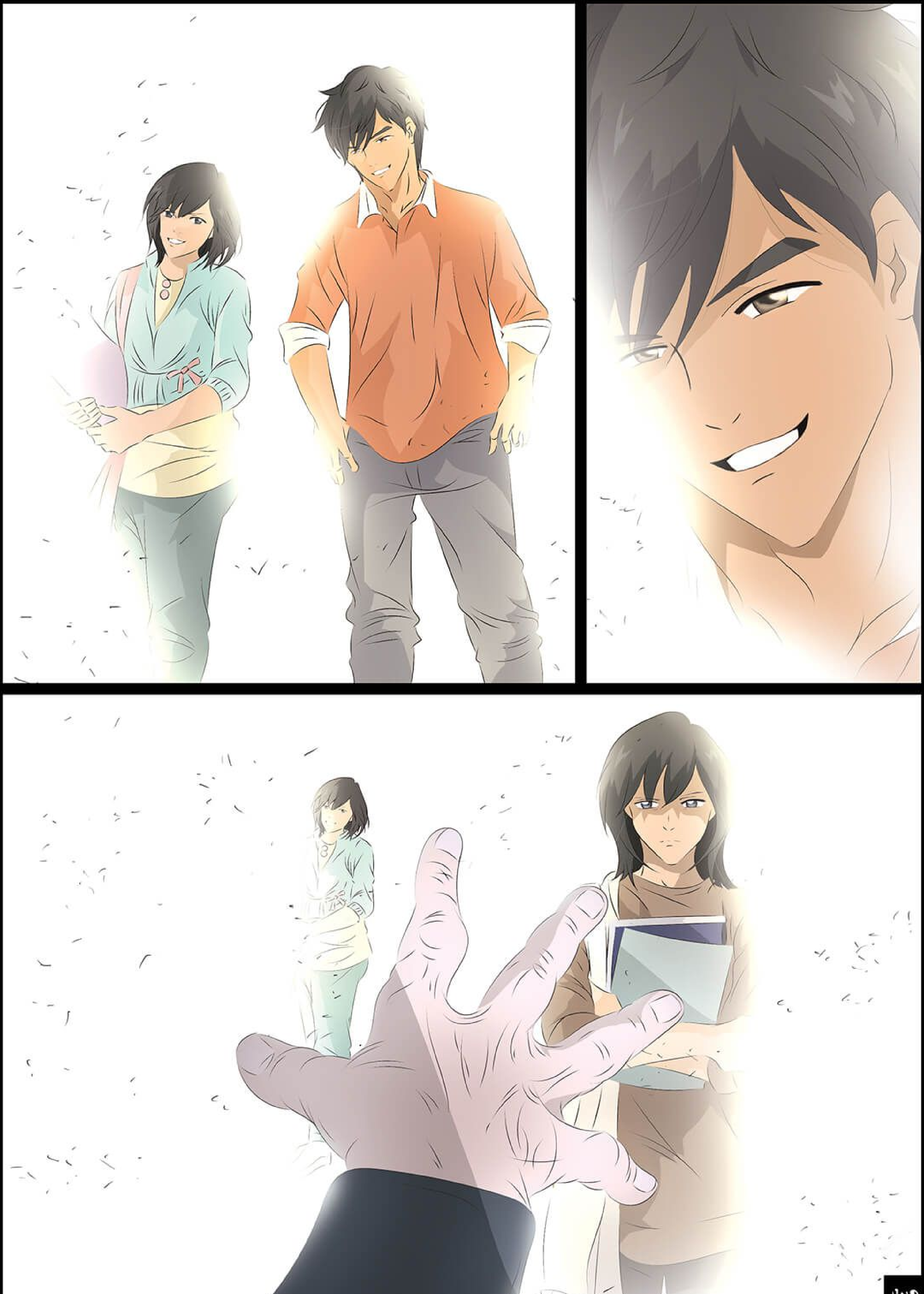

তুইও কি আমাকে ছেড়ে যাবি সন্ধি? কি করছিস এইসব!
আমার আর ফেরা সম্ভব না। সব শেষ হয়ে গেছে।
কি শেষ হয়ে গেছে? কিচ্ছু হবে না। তুই চাইলেই সব ঠিক হবে।
হবে না ! কিচ্ছু হবে না! আমি আর নোট করতে পারি না আগের মত, চিন্তা করতে পারি না, স্যারদের কথায় মনোযোগ দিতে পারি না আর!! আমি তোর ক্ষতি চাই না! চলে যা!! আমাকে চিনতে আসিস না!

সন্ধি, আমি নিশীথকে হারিয়েছি, তোকে আর হারাতে চাই না। প্লিজ। তুই ফিরে আয়। ফিরে আয় এই অন্ধকার থেকে।
পরিস্থিতি আমাকে ফিরতে দিবে না। দূর্বলকে মানুষ ভাবে না সমাজ। আমি থামলেও থামবে না র‍্যাগিং আর বুলিং, চলতেই থাকবে।
তবুও অন্তত তুই ভালো হ। আমি তোকে এভাবে শেষ হতে দিতে চাই না।

Executive Member
Anti-ragging committee

আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দে অর্পণা।
কি বলছিস তুই!

আমার কারণে রেজা নামের খুব মেধাবী একটি ছেলে ড্রপআউট করেছে। ছেলেটার সাহস আছে। ও ঠিকই সাক্ষী দেবে।

কেন বলছিস এমন? কেন এটা করব আমি?

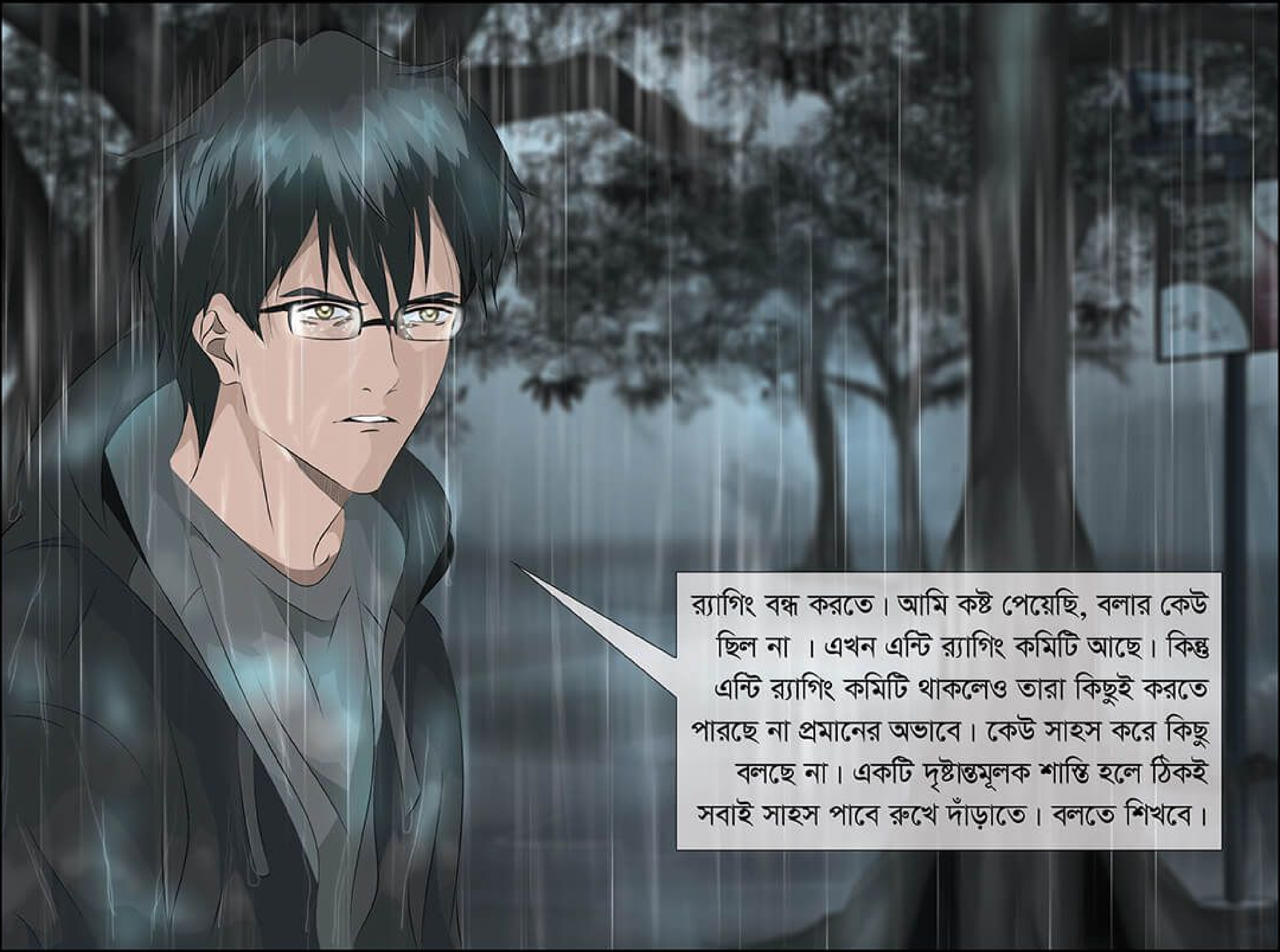
র‍্যাগিং বন্ধ করতে। আমি কষ্ট পেয়েছি, বলার কেউ ছিল না । এখন এন্টি র‍্যাগিং কমিটি আছে। কিন্তু এন্টি র‍্যাগিং কমিটি থাকলেও তারা কিছুই করতে পারছে না প্রমানের অভাবে। কেউ সাহস করে কিছু বলছে না। একটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে ঠিকই সবাই সাহস পাবে রুখে দাঁড়াতে। বলতে শিখবে।

তুই কেন নিজেই নিজের বিপদ ডাকছিস সন্ধি!! না আমি পারব না!

পারতে তো হবেই অর্পণা, তুইই পারবি যেন আমার মত আর কাওকে হারাতে না হয়। যেন শিক্ষা প্রাঙ্গণ হয় উন্মুক্ত, ভীতিহীন সবার জন্য।
তুই কি চাস না আমি ভালো হই? আবার আগের মত ভাবতে শিখি?

অনুশোচনায় নয়, নিজের প্রাপ্য সাজা পেয়ে ভালো হয়ে ফিরতে চাই আমি।
করবি না আমার জন্য অপেক্ষা?
হুম.....

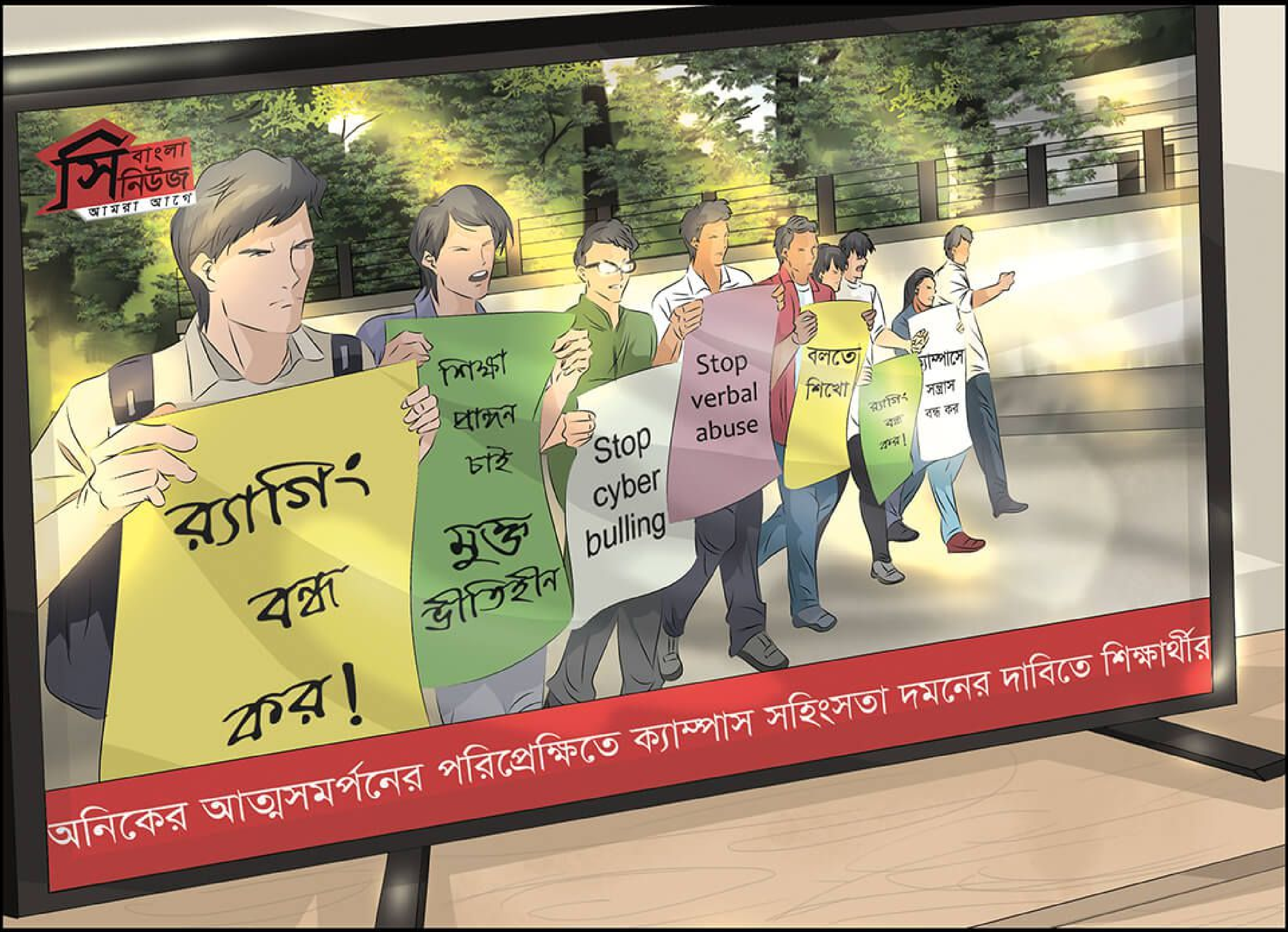

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র অনিক সরকার সন্ধি দীর্ঘদিন সন্ত্রাসবাদ সহ নানা অপকমের্র সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে নেন। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী র‍্যাগিং এর সাথে জড়িত স্বন্দেহে ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এন্টি র‍্যাগিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ড. আরিফুল ইসলাম জানান, " অনিক সরকার এবং জড়িতদের প্রকৃত সাজা হলে এধরণের কর্মকান্ড থেকে বাকি শিক্ষার্থীরা বিরত হবেন এবং ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসবে।" উল্লেখ্য বছর পাঁচেক আগে শোভন নামে একজন কলেজ শিক্ষার্থী র‍্যাগিং এর কারণে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার আগে লিখে যাওয়া নোটে জড়িতদের নাম উল্লেখ করা হলেও প্রমাণের অভাবে কেসটি বেশিদূর এগোয় নি। নতুন করে কেসটি নিয়ে এগোনোর কথা ভাবছে প্রশাসন।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা র‍্যাগিং

TOP
CYBER BULLYING
Technology should be a weapon to save not to kill
STOP
Domestic Violence
Give importance to your child's opinion
BIDDYATOPON

আমরা এমন একটি দিনের প্রত্যাশী যেদিন কোনো নিশীথকে মরতে হবে না,
কারো বিনোদন হবে না অন্যের অশ্রু, যেদিন একটি সাক্ষীর ও প্রয়োজন হবে না ,
দরকার হবে না কোনো শাস্তির।

#stop_ragging

stop_cyberbullying

#stop_verbal_abuse

#stop_domestic_violence

#বলতে_শেখো